প্রথম আলো

তারিখ ... AUG. 1 4 2006
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

শিবিরের সশস্ত্র হামলায় ছাত্রদল নেতা-কর্মীসহ ৪০ জন আহত

প্রতিবেদক, *রাজশাহী* ও **বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি**

ার লাগানোকে কেন্দ্র করে রাজশাহী শল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (রুয়েট) শড হলে গত শনিবার রাতে শিবির রেরা সশস্ত্র হামলা চালিয়েছে। রাত সাড়ে থেকে দেড়টা পর্যন্ত চলা এ সংঘর্ষে লের ১০ নেতা-কর্মীসহ অন্তত ৪০ জন ত হন।

ঘটনার পর থেকে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। সম্ভাব্য ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রুয়েট পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা ছ।

হামলায় আহতদের রাজশাহী মেডিকেল জ হাসপাতালসহ নগরীর বিভিন্ন ক্লিনিকে করা হয়েছে। এদের মধ্যে হাফিজ উদ্দিন এক ছাত্রের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে গেছে।

রুয়েটের ছাত্ররা জানিয়েছেন, শিবিরের শাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি ও ড. র হত্যা মামলার অন্যতম প্রধান আসামি বুল আলম সালেহী, সাধারণ সম্পাদক নূর ম্মাদ মণ্ডল ও রুয়েট টিনশেড হলের র সভাপতি তবিবুর রহমানের নেতৃত্বে ওই ার ঘটনা ঘটে।

তবে রুয়েট শাখার শিবির সভাপতি সৈয়দ মেদ কবির বলেছেন, এ ঘটনায় সালেহী স্থত ছিলেন না। তিনি ঘটনার জন্য ছাত্রদল দের দায়ী করে বলেন, তারাই সাধারণ দের নিয়ে শিবিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ছাত্রদল নেতারা জানান, টের ২০০৪ সিরিজের (দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় স্টার) শিক্ষার্থীরা আগামী ১৫ আগস্ট র পুনর্মিলনী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্ন জায়গায় পোস্টারিং করেন। টিনশেড র বিভিন্ন স্থানেও ওই পোস্টার লাগানো হয়। রুয়েট ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির -কর্মীরা ওই পোস্টারের ওপর কথিত লামী শিক্ষা দিবস' উপলক্ষে আলোচনা , পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের টার সেঁটে দেন। এতে হলের সাধারণ রা ক্ষুব্ধ হয়ে শনিবার সকালে শিবিরের টারগুলো ছিঁড়ে ফেলেন।

রুয়েট শিবির নেতা-কর্মীরা বিষয়টি শনিবার ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রের সাধারণ সম্পাদক নূর মোহাম্মদ সহ অন্য নেতাদের জানান। ওই সময় শাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের ড. তাহের . মামলার আসামি সালেহীর সভাপতিত্বে াগতদের নিয়ে সমাবেশ চলছিল।

ছাত্রদল নেতারা ও হলের আবাসিক ছাত্ররা ান, রাত ১১টার দিকে সালেহী, নূর ম্মদ মণ্ডল ও তবিবুর রহমানের নেতৃত্বে দুই শতাধিক শিবির ক্যাডার টিনশেড র আবাসিক ছাত্রদের ওপর অতর্কিত সশস্ত্র লা চালায়। তারা লোহার রড, ইট, হাতুড়ি, স্টিক ও লাঠিসোটা নিয়ে হলের ছাত্রদের ড়ক মারধর করতে থাকে।

হামলায় ওই হলের আবাসিক ছাত্র হাফিজ ন, আহমেদ হোসেন, নাসির উদ্দিন, গর, ছোটন, ছাত্রদল কর্মী তুষার, সবুজ, ল, ফোরকান, আকতার হোসেন, সাজিদ, নসহ প্রায় ৪০ জন ছাত্র আহত হন।

রুয়েট শাখা শিবিরের সভাপতি সৈয়দ শনিবার রাতে ছাত্রদল ক্যাডারেরা শিবির নেতা-কর্মীদের ডেকে নিয়ে সশস্ত্র হামলা চালায়। এতে সাইফুল, শহীদুল, হানিফ, আমান, শামীম, জুলিয়ানসহ ১২ জন শিবিরকর্মী আহত হন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির নেতা-কর্মীদের রুয়েটে আসার ব্যাপারে তিনি বলেন, আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করি। তাই তারা বিপদের সময় আমাদের সাহায্য করতে এসেছিলেন।

তবে শিবিরের বক্তব্য অস্বীকার করেছেন রুয়েট ছাত্রদলের সভাপতি সজীব বড়ুয়া। তিনি বলেন, শিবিরের নেতা সালেহীর নেতৃত্বে এ হামলা হয়েছে। এ সময় ছাত্রদের উদ্ধারে পুলিশ এলেও সালেহীর কারণে তাদের কাছে যেতে পারেনি। তিনি বলেন, শিবির পরিকল্পিতভাবে মধ্যযুগীয় কায়দায় সাধারণ ছাত্র ও ছাত্রদল কর্মীদের ওপর অতর্কিত হামলা চালিয়েছে।

ছাত্রদল নেতারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শাস্তির দাবি জানান। তারা বলেন, ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এখানেও শিবিরকে যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করা হবে।

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনওয়ারুল হক ও ছাত্র উপদেষ্টা অধ্যাপক মফিজুল ইসলাম বলেন, আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নগরীর মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রমজান আলী বলেন, অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে রুয়েটে অতিরিক্ত পুলিশ মোতয়েন রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের সভাপতি সালেহী সম্প্রতি উচ্চ আদালত থেকে জামিন নেন। কিছু দিন আড়ালে থাকার পর গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের নিয়ে সভা করার মাধ্যমে ক্যাম্পাসে আসেন। গতকাল তার বিরুদ্ধে রুয়েটে হামলার অভিযোগ উঠল।